০২-০৩-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা — তোমরা এমন বাবাকে পেয়েছ -- যিনি একাধারে বাবা, শিক্ষক, সদগুরু --তাঁর একারই এই তিনটি রূপ, এই কারণে এখন তোমরা বিভ্রান্ত হওয়া বন্ধ করে সত্যিকারের উপার্জনের জন্য লেগে পড়ো । "

প্রশ্ন :- নতুন দুনিয়ায় রাজত্ব করার জন্য যোগ্য কে হতে পারে ?

উত্তর :- যে এখন সর্ব শক্তিমান বাবার থেকে সর্বশক্তি প্রাপ্ত করেছে। বাচ্চারা তোমরা হলে রুহানি যোদ্ধা (warriors)। বাবার মত অনুসরণ করে রাজধানী স্থাপন করছ ।বাবা তোমাদের শ্রীমত দেন যে যোগবলের দ্বারা তোমরা বিজয় প্রাপ্ত করবে ।
প্রশ্ন :- কোন্ কোন্ বাচ্চারা প্রতিটি পদক্ষেপে উপার্জন করে জমা করতে পারে ?

উত্তর :- যে প্রতিটি কর্ম শ্রীমত অনুযায়ী করে, তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে উপার্জনই হল আসল উপার্জন । স্মরণে থাকাও উপার্জন, সার্ভিস (সেবা) করাও উপার্জন, যজ্ঞ সেবা করাও হল উপার্জন ।

গান :- ওঁম নমঃ শিবায়.....

ওঁম্ শান্তি । এখন বাচ্চারা তোমরা জেনেছো যে এক হলেন লৌকিক পিতা, আর একজন হলেন পারলৌকিক পিতা । যখন কেউ দুঃখী থাকে তখন পারলৌকিক মাতা - পিতাকে স্মরণ করা হয় । কেউ তো কেবল পরমাত্মাকে স্মরণ করে, কেউ বলে তুমি মাতা - পিতা.... যদি কেউ মাতাকে স্মরণ করুক বা না করুক, গড ফাদার বলে তাহলেও মাতাও নিশ্চয়ই আছেন। বাচ্চারা তো মাতা পিতা ছাড়া জন্মাতে পারবে না । সেইজন্য পারলৌকিক মাতা পিতা আছেন , যাঁদের স্মরণ করা হয় । নিশ্চয়ই ওনারা কিছু না কিছু সুখ দিয়ে গেছেন । মনে পড়ে ভারত সুখধাম ছিলো, স্বর্গ ছিলো । লৌকিক মা বাবার থেকে দুঃখ পাওয়া যায়, তাই তো পারলৌকিক মাতা পিতাকে স্মরণ করা হয়। কেননা ওনাদের থেকে অনেক সুখ প্রাপ্ত হয় । নরক আছে বলেই না মনে পড়ে যে আবার স্বর্গে গিয়ে সুখের বলয় প্রাপ্ত করব । গুরুগণ তো বলেন --- জপ - তপ- ভক্তি ইত্যাদি করো । বাবা কিন্তু এমন মত দেন না । লৌকিক বাবা তো বলে দেন যে পড়াশোনা করতে শিক্ষকের কাছে যাও , তারপর বাণপ্রস্থ অবস্থায় এলে বলবেন যে গুরুর কাছে যাও । বাবা তো তোমাদের এমন বলেন না । দেখো, লৌকিক আর পারলৌকিক এর মধ্যে কত পার্থক্য । ওরা কত বিভ্রান্ত থাকে। কিন্তু ইনি বলেন যে আমি তো একাধারে তোমাদের পিতা, শিক্ষক এবং গুরুও। তাইতো তোমাদেরকে কেমন করে বিভ্রান্ত করতে পারি ? তিনজনই হলেন তিনি নিজে। এই জন্যই সবাই এঁনাকে স্মরণ করে । মানুষ তো ভক্তি মার্গে খুব ধাক্কা খেতে থাকে । জ্ঞান মার্গে ধাক্কা খাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই । এইসব তো --জ্ঞান, দুঃখ আর সুখের খেলা, তৈরি হয়েই আছে। এটাই বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন । হদের শিক্ষক হদের পড়াশোনা পড়ান । আমি বেহদের শিক্ষক তোমাদের বেহদের পড়াশোনা করিয়ে দিই । তোমরা তো জানো যে এটা হল মৃত্যুলোকে । ওরা যা কিছু পড়াশোনা করায় তা হলো পুরানো দুনিয়ার জন্য, আর আমি যা কিছু পড়াশোনা করাই নতুন

দুনিয়ার জন্য । এই দুনিয়া দিন প্রতিদিন পুরানো হয়ে চলেছে, এখানে সুখ কখনোই প্রাপ্ত হওয়ার নয় । সুখ আর দুঃখের খেলা কেমন করে হয়েছে, সেটা বাবা বুঝিয়ে দেন । বাবা আত্মাদের সাথে কথা বলেন যে -- "বাচ্চারা তোমরাই সুখে ছিলে, তারপর যখন রাবণের প্রবেশ ঘটল তখন থেকে ধীরে ধীরে দুঃখ শুরু হলো । তারপর কল্পের সঙ্গমে এসে তোমাদের সুখের দিকে নিয়ে যাই । এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খোলা আছে । তোমরা যা কিছু এখন জানছ, সেটা যথার্থই জানছ, এটা বাবা ছাড়া আর কেউ জানাতে পারবে না" । বাচ্চারা তোমাদেরকে বাবা-ই এসে সুখ প্রদান করেন । এখন তোমরা জেনেছো যে আত্মা অবিনাশী । এই শরীর তো বদলাতে হয়ই । পরমাত্মাও পরম আত্মা, ওঁনার নাম শিব, এই যে মানুষ জন আছে তাদের রচয়িতা । এখানে সব হলো হদে ক্রিয়েটর (রচয়িতা) । বাবা হলেন বেহদের রচয়িতা ।

সত্যযুগ থেকে নিয়ে কলিযুগ পর্যন্ত তোমরা যে বাবাকে পেয়েছ তাঁরা হলেন হদের । সত্যযুগে তোমরা প্রালব্ধ ভোগ কর। ওখানে তোমাদের একজন পিতা আর একটিই সন্তান । কলিযুগে একজন পিতার ৮- ১০টা সন্তান হয় । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে দেখো কত কত কত সন্তান । কিন্তু তারা মুখ - বংশধর , যারা বি. কে হয় , তারপর তারা আবার সত্যযুগে গিয়ে দেবতা হন । সেই লৌকিক বাবা, শিক্ষক, গুরু, সব হদের কথা শোনান, আর এই পারলৌকিক বাবা বেহদের কথা শোনান । নতুন নতুন কথা বাবা বাচ্চাদেরকেই বলেন । এমনকি ঘরে বসেও এই নতুন শিক্ষা প্রাপ্ত করতে পারো । এ হল ভগবানের পাঠশালা । এ হল শ্রীমত ভগবদ গীতার পাঠশালা অথবা জ্ঞানের গীত, যা তোমরাই শোনো । জ্ঞান - সাগর বাবা-ই এসে তোমাদের জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরী বানান । মাম্মা হলেন জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরী । মানবজাতির (humanity) বংশতালিকার বৃক্ষ এখন শুরু হয় । প্রথমে প্রজাপিতা ব্রহ্মা তারপর জগত অম্বা । সর্ব প্রথম ব্রাহ্মণের রচনা হয় তারপর দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র । জগত অম্বার পদ মর্যাদা অনেক উঁচু । কিন্তু ওঁনাকে কেউ জানে না । প্রচুর প্রচুর দেবী দেবতার ছবি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে । বাস্তবে কিন্তু আট দশ হাত বিশিষ্ট মানুষ তো হয় না । *বিষ্ণুর চার হাত দেখানো হয়, কিন্তু চার পা দেখানো হয় না* । এ সব হলো পুতুল খেলা । কোলকাতায় অনেক রকমের দেবী মূর্তি বানানো হয়, অনেক খরচ করা হয় । খাইয়ে-দাইয়ে তারপর বিসর্জন দিয়ে দেয়, এই সব হলো ভক্তি মার্গের । তোমরা জান যে আমরাও দেবী দেবতা ছিলাম, তারপর অসুর হয়ে গেছিলাম, আবার বাবা এসে দেবী দেবতা বানিয়ে দেন । এখন এটা হল ভ্রষ্টাচার দুনিয়া । গভর্নমেন্টও বলে ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া এটা, কিন্তু লোকেদের সোজাসুজি জিজ্ঞেস করো যে তোমরা কি পতিত ? তাহলে তারা মেনে নেবে না। আরে তোমরা পতিত পাবনকে আহবান করছ, সবাই আহবান করে যেমন রাজা রানী এবং প্রজারা । সন্ন্যাসীরা পবিত্র হয়, এটাও ড্রামাতে গাঁথা আছে । ভারতের মতো পবিত্র স্থল ভূখন্ড আর কোথাও হয় না। এইজন্য একে সত্য ভূখন্ড বলা হয়, পরে আবার এটা মিথ্যা ভূখন্ডে পরিণত হয় । ভারতকে পবিত্র বানাবার জন্য বাবা ভারতেই আসেন । ভারতেই শিবের অবতরণ হয় । সোমনাথের মন্দির কত বৃহৎ বানানো হয়েছে । ভারতবাসীরাই বানিয়েছে , এবং বাবা একে ঐশ্বর্যশালী বানিয়েছেন । বাবা তো এই পতিত দুনিয়া আর পতিত শরীরকে পবিত্র বানাতে আসেন । কিন্তু অনেক বাচ্চারা চিনতেই পারে না , বাবার সাধারণ রূপের কারণে। এই ভক্তি মার্গের পথে তোমাদের অনেক ধন সম্পদ থাকে যার জন্য তোমরা হীরে জহরত গেঁথে মন্দির তৈরি করো । সত্যযুগে তো অফুরন্ত ধন সম্পদ হয়ে থাকে ।

ওখানে অগুন্তি টাকা পয়সা, অগাধ ধন সম্পদ থাকে । বাবা যাকে সম্পদশালী বানান তিনি অনেক বৃহৎ স্মৃতিসৌধ বানিয়ে দেন । যারা পূর্বে লক্ষী নারায়ণ ছিলেন তাঁরাই আবার ৮৪ জন্ম ভোগ করেন । প্রথমেই তাদের পতন ঘটে, তারপর তারা ভক্ত হয়ে যান । যারা বানিয়েছে, তাদেরই স্মৃতিসৌধ বানাতে থাকে । লক্ষী নারায়ণ প্রথমে বিকর্মজীত হন তারপর বিকর্মী হয়ে যাবেন । তাহলে তাদের এটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে যে প্রথমে যারা এমন বানিয়েছেন , তাঁদের পূজো করা । সোমনাথের মন্দির কত ফার্স্ট ক্লাস ছিলো — যারা লুঠপাট করেছে তারা তো মারা গিয়েছে । কিন্তু তাদের লুঠপাটের চিহ্ন রয়ে গেছে। এবার তো তোমরা জান যে আমরাও পূজ্য হচ্ছি, তারপর পূজারী হব , তারপর মন্দির বানানো শুরু করব । কেবলমাত্র একটাই মন্দির তো হবে না । রাজারা তো নিজের ঘরে মন্দির বানিয়ে থাকেন , যেমন ঘরে গুরুদ্বারা বানানো হয়। প্রথমে তো কেউ একজন গুরুদ্বারা বানিয়ে ছিল তারপরে ভক্তি মার্গ শুরু হয়ে যায় । প্রথমে অব্যভিচারী ভক্তি করে তারপর ব্যভিচারী ভক্তি করে । আজকাল তো মানুষ নিজেরও পূজো করায় , সেটাকে বলা হয় ভূত পূজা । ভূত পূজা দুনিয়াতে অগাধ আছে, যা মনে আসে সেই রকমই চিত্র বানিয়ে যেতে থাকে । ভক্তি মার্গ তো তাই । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে পুরো জ্ঞান পূর্ণ আছে । বাবা সঙ্গমে একবারই এসে জ্ঞান প্রদান করেন । শাস্ত্রে তো অনেক অবতারের উল্লেখ আছে । অবতার একজনই হন । আত্মারাও তো অবতরিত হয় , কিন্তু অবতার মনুষ্য আত্মাকে বলা যাবে না । অবতার একজনই, নিরাকার বাবা, যাঁকে পৃথিবীর সবাই আহ্বান করে । ফাদার তো একজনই হবেন, যিনি পরমধামে থাকেন । তাহলে তো মাদারও চাই । তাহলে কি মাদার পরমধামে থাকেন ? না । মাদার ফাদারের প্রশ্ন এখানে হয় । ফাদার তো এখানে রচনা করবেন, এইজন্যই বেহদের (অসীমের) বাবাকে স্মরণ করা হয় । বাবা এসে স্বর্গের রচনা করুন, যাকে বলা হবে স্বর্গীয় ঈশ্বরীয় পিতা (heavenly God Father) । এখন তো দুঃখ , লড়াই মারামারি হয় এইজন্য আহবান করা হয়, হে! গড ফাদার দয়া করুন । হে! পতিত পাবন আসুন । আমরা সবাই দুঃখী পতিত । হে ! বাবা আবার এসে স্বর্গ , শ্রেষ্ঠাচারী বানিয়ে দিন । তোমরা সবাই ভ্রষ্টাচারী ছিলে , এখন শ্রেষ্ঠাচারী হতে চলেছ । ভ্রষ্টাচারীকে শ্রেষ্ঠাচারী একমাত্র বাবারই কাজ । যিনি পৃথিবীর গড ফাদার, উনি জানেন যে এসময় সব বাচ্চারা অনাথ হয়ে হয়ে গেছে, তাদেরকে মালিক, ধনী, শ্রেষ্ঠাচারী বানাতে হবে । ১০ - ২০ জনকে তো শ্রেষ্ঠাচারী বানালে হবে না । ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল। তখন দেবতাদের গভর্নমেন্ট ছিল । এখন রাবণ রাজ্য হয়েছে, তাই পাঁচ বিকারের প্রবেশ ঘটেছে । ভগবানুবাচ, একমাত্র নিরাকারকেই ভগবান বলা যায় । এক গীতার খন্ডন করলে সব শাস্ত্রের খন্ডন হয়ে যায় । বাবা বলেন যে আমি যখন তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে ছিলাম তখন ভারত স্বর্গ হয়ে গিয়েছিল । *"গীতা আমি শুনিয়াছিলাম"* । কৃষ্ণকে পুরো দুনিয়া ভগবান বলতে পারবে না । আমাদের আত্মাদের বাবা তো নিরাকার ভগবান । তাছাড়া এটা কেমন করে বলা হয়েছে যে — গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ । বলা হয় ব্যাসদেব লিখেছেন । কিন্তু বাবা বলেন নতুন বিশ্বের রচয়িতা জ্ঞানের সাগর, আমি পতিত পাবন । আমাকেই সবাই আহবান করে -- হে ! পতিত পাবন পরমাত্মা আসুন, এসে আমাকে পবিত্র বানান । নিরাকার বাবাই ব্রহ্মার দ্বারা পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা করেন, পতিত দুনিয়ার বিনাশ করান । তারপর যারা পবিত্র হয়ে যাবে, তারাই রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করবে । তোমরা হলে শিব শক্তি সেনা, জগত অম্বা নিমিত্ত হয়ে আছেন । উনিও শিববাবার সাথে যোগ লাগিয়ে শক্তি নিচ্ছেন, যাতে রাবণের থেকে বিজয় প্রাপ্ত করেন । ভারতেই রাবণ রাজ্যে আছে

, ভারতেই রাবণকে দহন করা হয় । ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, এখন কলিযুগে ভারত ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে । *এটাই তো খেলা, ভ্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী আর শ্রেষ্ঠাচারী থেকে ভ্রষ্টাচারী হওয়ার । এই চক্র কেমন করে ঘোরে, এটাই তো অনেক বোঝবার ব্যাপার*। বাচ্চারা তোমরা জান যে আমরা বাবার শ্রীমত অনুসরণ করে ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছি । তোমরা হলে রুহানী যোদ্ধা, যোগবল যুক্ত । সর্ব শক্তিমান বাবার মত অনুযায়ী নিজের রাজধানী স্থাপন করছো । বাবা তাঁর মত জানাচ্ছেন যে তোমরা যোগবলের দ্বারা বিজয় প্রাপ্ত করতে পারো । যোগরত থাকা -- এটাও এরকম উপার্জন । যজ্ঞের সার্ভিস করা , এটাও উপার্জন । অন্য সবাই চলছে দেহধারীর মত অনুযায়ী, *আর তোমরা অনুসরণ করছ সর্ব শক্তিমান বাবার শ্রীমত। তাই অন্য কেউ বিশ্বকে জয় করতে পারবে না । ড্রামাতে ওদের পার্ট নেই, এই বিশ্বে রাজত্ব করার* । কত বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা, কিন্তু কত সাধারণ ভাবে বলা । যদিও প্রদর্শনীতে কেউ এতো বুঝতে পারে না তা সত্বেও প্রজারা আসতেই থাকে । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রতিটি কর্ম শ্রীমত অনুযায়ী করতে হবে । স্মরণে থেকে যজ্ঞ সেবা করে নিজের উপার্জন জমা করতে হবে ।

২) উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরা ছেড়ে ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার জন্য পড়াশোনা করতে হবে । জ্ঞান ধারণ করে জ্ঞান- জ্ঞানেশ্বর, জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরীই হতে হবে ।

বরদান :- রুহানী সমাজ কর্মী (social worker) হয়ে প্রতিকূল (ভয়াবহ) পরিস্থিতি পার করার জন্য সাহস প্রদানকারী সত্যিকারের সেবাধারী ভবঃ

এই সময়ে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের প্রতিকূল অবস্থা বা উৎক্ষিপ্ত অবস্থা বৃদ্ধি পেতে থাকবে । অশান্তি বা হিংসার খবর শোনা মাত্র তোমরা আধ্যাত্মিক সমাজ সেবাধারী বাচ্চারা বিশেষ ভাবে সতর্ক হয়ে নিজের পাওয়ারফুল ভাইব্রেশন(powerful vibration) দ্বারা সবার মধ্যে শান্তির, সহ্য ক্ষমতার সাহস ও শক্তি দিতে হবে, লাইট হাউস হয়ে সর্বকে শান্তির লাইট দিতে হবে । এই কার্যে কর্তব্য কর্ম এখন তীব্র গতিতে পালন করো, যার ফলে আত্মাদের আধ্যাত্মিক নিশ্চিন্ত আশ্বাস(রাহত) প্রাপ্ত হয় । জ্বলন্ত দুঃখের অগ্নিতে যেন শীতল জল সিঞ্চনের অনুভূতি হয় ।

স্লোগান :- সকলের দ্বারা সম্মান প্রাপ্ত করতে হলে নম্র উদার(নির্মাণচিত্ত) হও ।